রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No35. রেজিষ্টার নং৩৫

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬॥০, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ১২ আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২৫ জুন ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ১০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি আনুরপুর পরগণায় মৃত প্রাণ কৃষ্ণ বিশ্বাসের যে বিভক্ত অর্দ্ধেক অংশ আছে তাহা নিম্ন লিখিত নিয়মে পত্তনি বন্দবস্ত করা যাইবে।

১।————সমুদয় এক লাটে অথবা প্রত্যেক ডিহি পৃথক ২ রূপে পত্তনি দেওয়া যাইবে।

২।———— প্রত্যেক ডিহিতে যে লাভ ধরিয়া দেওয়া যাইবে তাহা প্রত্যেক ডিহির বিপরীত ভাগে লিখিত হইয়াছে। জমিদারেরা উক্ত লাভের বাবদ উপযুক্ত খরিদের মূল্য পাইলে উক্ত লাভ ধরিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা ব্যতীত জমিদারেরা খাজানা স্বরূপ যে লাভ রাখিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে লাভ দিতে হইলে তাঁহারা বন্দবস্তানুসারে সেলামী গ্রহণ করিবেন।

৩।————খরিদের মূল্য ও সেলামী বাবদ যাঁহারা যত টাকা দিতে স্বীকার আছেন তাঁহারা সেই বিষয় আগামী জুলাই মাসের ১৫ ই তারিখ কি তৎপূর্ব্বে য়্যাটর্ণী য়্যাট লা বাবু দীন নাথ বসু অথবা কলিকাতা, সিমলা, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটের ২০ নং ভবনস্থিত বাবু কালীনাথ বিশ্বাসের নিকট জানাইলে তত্তৎস্থানে সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

৪।————যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেসী দিতে স্বীকার করিবেন তাঁহারাই মনোনীত হইবেন।

৫।———— এই রূপে মনোনীত হইলে যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহাদিগকে উক্ত বাবু দীন নাথ বসু এই মনোনীত হওয়ার বিষয়ের সংবাদ দিবেন। এবং সেই সেই ব্যক্তিরা সচরাচার যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে উক্ত সংবাদ প্রচার করিয়া আইলে তাহার উপযুক্ত প্রচার হইল জ্ঞান করিতে হইবে।

৬।————এই রূপে মনোনীত হইলে যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহারদিগকে উক্ত সংবাদ প্রচারের পনর দিনের মধ্যে আপন ২ স্বীকৃত সমুদয় টাকা, ঐ টাকা গ্রহণ করিতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষমতা পাইবেন, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিকট দিতে হইবে।

৭।————খরিদের সমুদয় মূল্য আদায় হইলে জমিদারেরা পত্তনিদারদের খরচে তাঁহাদিগকে পাট্টা লেখা পড়া করিয়া দিবেন। উক্ত পাট্টা লেখা পড়া জমিদারগণের য়্যটির্ণীর সম্মতি সাপেক্ষ থাকিবে। পত্তনিদারেরা আপনাপন পত্তনি আপনাপন খরচে কালেক্টরিতে পৃথক রূপে রেজিষ্টারি করিয়া লইতে পারিবেন।

৮।————পত্তনি পাট্টার সর্ত্ত সকল এই মর্ম্মে হইবে। (১) খাজানার টাকা ১২ মাসে সমান ভাগে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে দিতে হইবে এবং উক্ত খাজানার টাকা জমিদারগণের প্রত্যেককে তাঁহার অংশানুযায়ী পৃথক রূপে দিতে হইবে এবং উক্ত খাজানার টাকা গ্রহণ করিবার জন্য সকলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে। (২) উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে জমিদার কর্ত্তৃক বা অন্য প্রকারে যে সকল ট্যাক্স এইক্ষণ দেওয়া হয় অথবা ভবিষ্যতে দিতে হইবে সে সমুদয় উক্ত পত্তনিদারদের দিতে হইবে। (৩) উপরোক্ত খাজানা বা ট্যাক্স তত্তৎ সম্বন্ধীয় করারের দিনে আদায়ের ত্রুটী করিলে বাকী পড়া টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ বার হইবে এবং খাজানা ও সুদ খাজানা বাকি পড়া মাত্রেই অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আট আইনের বিধান ক্রমে আদায় করিয়া লওয়া যাইবে।

৪) পত্তনিদারেরা তাঁহাদের পত্তনি মহালের কোন জমা বা তাহার অংশ এইক্ষণকার আদায়ী জমার কম জমায় বন্দ বস্ত করিয়া দিতে পারিবেন না।

(৫) পত্তনিদারেরা তাঁহাদের মহালে জমি জরিপ জমাবন্দী ইত্যাদি করিতে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমবান হইবেন।

৯।———— উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব নিম্নে বিস্তারিতকরিয়া লিখিত হইল। পত্তনিদারেরা উপরোক্ত খরিদের ও সেলামীর টাকা আমানত করার পর তিন মাসের মধ্যে জমিদারগণের নায়েরের সহিত উহা মোকাবেলা করিয়া লইতে পারিবেন। উক্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কম উপস্বত্বের মূলে কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইবেনা এবং কম উপস্বত্বের মূলে পত্তনি সম্বন্ধীয় চুক্তি ধ্বংশ হইবে না।

১০।————মহাল সমূহে এইক্ষণ যে খাজানার টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে তাহা পত্তনিদারেরা আপনাদের খরচে আদায় করিয়া লইবার ভার আপনাদের উপর হইতে পারিবেন এবং জমিদারেরা এই আদায়ী টাকার উপর শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। উক্ত জমিদারির অন্তর্গত কোন খাসের জমি, বাগ বাগিচা, পুষ্করিণী অথবা কোন ব্রহ্মোত্র ও লাখেরাজ ও দেবোত্র ও খরিদা জমি এই পত্তনি ভুক্ত হইবে না এবং তত্তৎ সম্বন্ধে পৃথক বন্দ বস্ত করা যাইবে।

ডিহি ও মৌজার নাম	জমা গুজস্তা	বাদ অনাদায়ী ও ওজরি জমা	বাকী জমা	বার নিয়মিত আদায়ী বাট্টা	মোট জমা	মফঃস্বলি সয়ঞ্জামী খরচ	বাকী জমা	লাভ যাহা ধরিয়া দেওয়া যাইবে।
ডিহি আজুনাপুর	৬৯৬৪॥৶১১	১৮৬০।৯।	৫১০৪।৶১৸	৫০৸১১৸	৫১৫৫৶১৩॥	২১০	৪৯৪৫৶১৩॥	২০০০
ডিহি সুহিয়া	১২৪২৭।৶১৯৸	৬০৭৮।১৪॥	৬৩৪৯।৶৫।	৬১৸৶১৯৸	৬৪১১।৶৫	২১০	৬২০১।৶৫	৩০০০
ডিহি চন্দ্রপুর	১০১২২।৯	২৯৪৯॥/১	৭১৭২।৶৮	৭০৸/৪।	৭২৭৩।১২।	২৮৭	৬৯৫৬।১২।	৩০০৩
ডিহি ভাড়া	৭৩৮৪॥৶৭॥	১৬২৬৸/১৫৸	৫৭৫৭৸১১৸	৫৩।৶৫	৫৮১১৶১৬৸	২৮৫	৫৫২৬৶১৬৸	২০০০
ডিহি চণ্ডজুড়ি	৬০৪৫।৯॥	১১৫১৸/১১৸	৪৮৯৩৶১৭৸	৪৩/৫॥	৪৯৩৬॥০	২১২	৪৭২৪।৩।	২০০০
ডিহি কোতরা	৬২৪১।২।	১৫৩৮৶৯	৪৭০২৸১৩।	৪৪॥০১১৸	৪৭৪৭।/৫	২৫৫	৪৪৯২।/৫	২০০০
ডিহি রোহান্দা	৫৮২২।৬	১০৪৮।১৯	৪০৭৩॥৶৭	৪০৸১৸	৪১১৪।৶৮৸	১৯৫	৩৯১৯।৶৮৸	১৫০০
ডিহি দেজাড়া	৫৬০৯৶৭	১৬৪৬।/৩।	৩৯৬২৸৶৩৸	৩৩।৶	৩৯৯৬।৩।	২১৫৸০	৩৭৮০॥৩৸	১৫০০
ডিহি শামনডাঙ্গা	৫৮১০৸১৭	১৫৯৮।৶৭।	৪২১২।/৯৸	৪১৸৶	৪২৫৪৶৯৸	১৯০	৪০৬৪৶৯৸	২০০০
ডিহি দেড়বাড়ী	৭৭০৮।৶৫৸	১৮৯৭॥/৭॥	৫৮১০৸১৮।	৫২॥৶১৩	৫৮৬৩।৶১১।	২৫০	৫৬১৩।৶১১।	২৫০০
ডিহি কৃষ্ণপুর	৩৪২৬।৶১৮৸	৮৪৩।/১৭।	২৫৮৩৶১॥	২১॥৶৬৸	২৬০৪৸/৮।	১৫৯৸০	২৪৪৫/৮।	১০০০
ডিহি বিষ্ণুপুর	৪৫০০৶১১॥	৮২৫/১০॥	৩৬৭৫৶১	২২৶১২৸	৩৬৯৭।/১৩৸	৬০	৩৬৩৭।/১৩৸	১০০০
ডিহি ফলটী	৩৩৯০॥/১।	৪৬৭॥৶৬॥	২৯২২৸/১৪৸	২৭॥৶১৬৸	২৯৫০।/১১॥	১৫৫॥	২৭৯৫/১১॥	১০০০
ডিহি কাদম্বগাছি	২২৯৩॥১০।	৩৯৭ ৩।	১৮৯৬॥৭	১৮৸/৫	১৯১৫।/১২	৯৯	১৮১৬।/১২	৯০০
ডিহি নওয়াপাড়া	২০৭৮৸৯॥	৩৮৩৸৬	১৬৯৫ ৩॥	১৫৸/৫	১৭১০৸/৮॥	৮০	১৬৩০৸/৮॥	৮০০

উভয় সঙ্কট।

কাবুল লইয়া ইংলণ্ড বড় গোলে পড়িয়া গিয়াছেন। কাবুলীরা যোদ্ধা, সাহসী, বলবান ও কলহ প্রিয়। ইহারা একবার ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সমুদায় সৈন্য কাটিয়া ফেলে এবং অবশেষে ইংরেজেরা কোন ক্রমে আপন মান লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যদিও ইংরেজেরা বলে আফগানদিগের নিকট ঠকিয়া যান, কিন্তু চক্র করিয়া তাহারা আফগানস্থানের উপর কতকটা ক্ষমতা স্থাপন করিয়াছেন। কাবুলের সিং-হাসন লইয়া চিরকাল গোলমাল, এবং ইরেজেরা এক পক্ষ না এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমে কাবুলের রাজাকে হাত করেন। আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমিরকে তাহারা ত একরূপ নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। আম্বালার দরবারে সেয়ার আলির সহিত তাহাদের বিশেষ বাধ্য বাধকতা হয় এবং তাহার রাজ্যের অনেকটা শান্তি এখন ইরেজদের উপর নির্ভর করে। রুসিয়ানরা আবার ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং ভারতবর্ষ ও রুসিয়ানদের রাজ্যের মধ্যে কাবুলের ন্যায় একটি প্রধান রাজ্য থাকিলে যে ইংরেজদের অনেক সুবিধা তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত ১৮৭২ অব্দে যখন রুসিয়া খিবা আক্রমণ করিতে উ-দ্যত হয় তখন ইংরেজেরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া যান এবং রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলেন যে তাহারা খিবা অধিকার না করেন, এবং যদি অধিকার করেন তবে ইংরেজদের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধিবে। রুসিয়ান সম্রাট চালাক লোক, তিনি ইংলণ্ডে এক দূত পাঠাইয়া ইংলিশ গবর্ণমে-ণ্টকে এই রূপ স্তোভ বাক্য দ্বারা ঠাণ্ডা করেন যে খিবার আমির কয়েক জন রুসিয়ানকে কয়েদ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে এবং তিনি শুদ্ধ তাহার সম্মান বজায় করিবার নিমিত্ত খিবা আক্রমণ করিতেছেন, বিশেষতঃ এ বিষয়ে তিনি ইংরেজদিগেরই পথ অনুসরণ করিতেছেন, কারণ ইংরেজেরা এই কারণ দর্শাইয়াই আবিসি-নিয়া আক্রমণ করেন। রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট আরো বলেন যে খিবার আমীরকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করাইয়া তিনি উক্ত রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন। রুসিয়ান সম্রাট আবার এই সময় তাঁহার কন্যাকে দেখাইয়া ইংরেজদের চক্ষে ধুলি দেন। ক্রমে মধ্যম কুমারের সহিত রুসিয়া রাজ দুহিতার সম্বন্ধ হইল, বিবাহের দিন স্থির হইল, লগ্ন পত্র হইল, এ দিকে রুসিয়া খিবা অধিকার করিল, সেখানে ধ্বজা উড্ডীন করিল এবং অবশেষে এক দুর্গ স্থাপন করিল। ইংরেজেরা ইহা দেখিয়াও দেখি-লেন না। মাঝে ২ তাহারা এক আদ বার রুসিয়াকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের নিমিত্ত একটু তিরস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে আবার রুসিয় সম্রাট তাঁহার দুহিতাকে মধ্যম কুমারের সহিত বিবাহ না দেন এই আশংকায় বড় একটা উচ্চ বাচ্য করেন না। যাহা হউক, রুসিয়া যাহাতে খিবার এ-দিকে না আসিতে পারে তাহারা তাহারই এক উপায় বাহির করিলেন। তাহারা আপনারা ২ ঘরে বসিয়া কাবুলের আমীরের রাজ্য সীমাবদ্ধ করেন। কাবুল রাজ্যের সীমা কত দূর তাহা কাবুলের আমীরও জানেন না, কিন্তু ইংরেজেরা (বোধ হয় মানস চক্ষু দ্বারা) ঠিক করিলেন যে অমুক স্থান প-র্য্যন্ত ধারণ করিবেন। রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু ইংরাজদিগকে এই রূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন যে তাঁহারা আমীরের সচ্চরিত্রের নি-মিত্ত দায়ী থাকিবেন। আমীরের প্রজারা রুসিয়া রাজ্যে কোন রূপ দৌরাত্ম্য না করে ইংরেজেরা ত-জ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ইংরেজেরা ইহাতে সম্মত হইলেন। কাবুলের আমীরেরও তাঁহার প্রজাদের উপর এরূপ অধিকার নাই যে তাহাদিগর উপদ্রব তিনি নিবারণ করিতে পারেন, কিন্তু ইংরেজেরা স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিলেন যে তাঁহারা কাবুলীদের সচ্চরিত্রের নিমিত্ত দায়ী থাকিবেন। বিশেষ কৌ-তুহলের বিষয় যে আমীরকে এ বিষয় এক বারও জানান হয় না এবং সম্ভবতঃ এখন পর্য্যন্ত আমীর এ বিষয় জানেন না, এই রূপে রুসিয়া ইংলণ্ডের নি-কট হইতে এই রূপ একটি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যাহা তিনি কখন রক্ষা করিতে পারিবেন না, অথচ ই-হার সমতুল্য কোন প্রতিজ্ঞা রুসিয়ার করিতে হইল না।

গ্লাডেষ্টনের মন্ত্রীত্ব কালে কাবুল সম্বন্ধে উক্তরূপ রাজনীতি অবলম্বন করা হয়। এক্ষণ এই রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হয় কি না বলা যায় না। কিছু দিন হইল, যখন ইংলণ্ডের লোকেরা রুসিয়ার সম্রাটকে লইয়া বড় ব্যস্ত সেই সময় পারলিয়া-মেণ্ট গৃহে লর্ড নেপিয়ার এই প্রশ্নের উত্থাপন করেন যে রুসিয়া যদি কাবুলকে বিনা কারণে আক্রমণ করে তাহা হইলে ইংরেজেরা তাহাকে রক্ষা করিবেন কি না? এই প্রশ্ন শুনিয়া ফরেণ মিনিষ্টার লর্ড ডার্বি চমকিয়া যান। রুসিয়ার সম্রাট ইংলণ্ডে, তাহাকে ইংলণ্ডের লোকেরা সপ্তম স্বর্গে উঠাইতেছেন, এখন সম্রাট যদি কাবুল অধিকার করিতে যান তাহা হইলে আমীরের পক্ষ লওয়া কি উচিত? এ বড় গুরুতর প্রশ্ন এবং ফরেণ মিনিষ্টার ইহার কোন চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারেন না। লর্ড ডার্বি অনেক ক্ষণ বক্তৃতা করেন এবং তাহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে ইংরেজেরা কাবুলকে সাহায্য করেন কি না সে বিষয় কিছুই স্থির নাই। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ইংরেজেরা দম্ভের সহিত বলেন যে রুসিয়ানরা আমীরের রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিলেই ইংরেজেরা যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন। রুসিয়ার সম্রাটকে দেখিয়া তাহারা সমুদায় কথা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সমুদায় বীরত্ব অন্তর্ধান করিয়াছে। ইংরেজদের মধ্যে এক দল লোকের ইচ্ছা ইংলণ্ডের যদি কিঞ্চিৎ খাট হইতে হয় সেও স্বীকার তবু রুসিয়ার সঙ্গে কোন ক্রমে বিবাদ বাধান কর্ত্তব্য নয়। আজ কাল ইংলণ্ডে এই দলস্থ লোকই আবার প্রধান। ইহাদের মুখ পাত্র স্বরূপ টাইমস, টেলিগ্রাফ, স্পেকটেটর প্রভৃতি সংবাদ পত্র সকল একান্ত মনে রুসিয় সম্রাটের সুখ্যাতি আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহাদের মতে রুসিয়ানদের ন্যায় সুসভ্য, ধার্ম্মিক জাতি আজ কাল দেখা যায় না। ইংলণ্ডে আর এক দল ব্যক্তি আছেন, ইহারা রুসিয়ার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে আজ হউক কাল হউক রুসিয়া কাবুলের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিবে এবং তাহা হইলে ভারতবর্ষ নিশ্চিত রুসিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই-বে। এই নিমিত্ত ইহারা প্রাণপণে কাবুল রক্ষা করিতে চাহেন। কাবুলের ন্যায় একটি রাজ্য যদি মধ্য স্থলে থাকে তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন ভাবনা থাকে না। কিন্তু কাবুল রক্ষা করা কি রূপে হইবে তাহার কিছুই তাহারা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং লর্ড ডার্বি ইংরাজ-দিগকে এক্ষণ ঘটনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং অদৃষ্টে যা থাকে তাহাই হইবে এই বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিয়া আপাতত আপনাদিগকে প্রবোধ দিতে বলিয়াছেন। ফল রুসিয়াকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে এবং কাবুলও নিরাপদ থাকিবে এই প্রশ্ন লইয়া ইংরেজ রাজ নীতি বিশারদদিগের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে এবং অনেকে আশংকা করিতেছেন তাহারা এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া এ কুল ও কুল দুই কুলই হারাইবেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশ।

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল এই বিষয় লইয়া এক বার তর্ক বিতর্ক হইয়া যায়। তাহাতে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই রূপ মত প্রকাশ করেন যে ইংরেজেরা এ দেশে আসিয়া বাস করিলে তাহা-দেরও ক্ষতি, এ দেশীয়দেরও ক্ষতি। প্রাতঃ স্মরণীয় রাজা রাম মোহন রায়ও এই রূপ মত দেন। সুতরাং তৎকালে এ প্রশ্নের মীমাংসা এক রূপ হইয়া যায়। কিন্তু কিছু দিন হইল স্কটলাণ্ডে "ভারতবর্ষীয় উপনি-বেশ সভা" নামক একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডবাসী লোকেরা যা-হাতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ করিতে পারে তাহার যত্ন করা। ইহারা ভূত পূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব আরগাইলের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে নিউ জিলাণ্ড ও আষ্ট্রিলিয়ায় উপনিবেশ করিতে হইলে যে রূপ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন, সেই রূপ ভারতবর্ষে দুই তিন শত নানা ব্যবসায়ের লোক যাহাতে উপযুক্ত স্থানে বসতি করিতে পারে তৎ সম্বন্ধে তিনি সাহায্য করেন ষ্টেট সেক্রেটারী এ প্রস্তাবে সম্মত হন না এবং তিনি বলেন যে এই নিমিত্ত যে ব্যয় পড়িবে তাহা ন্যায্য মত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না। সভা এই উত্তর পাইয়া কিছু দিন চুপ করিয়া থাকেন, কিন্তু আবার সভ্যগণ এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। গত ১৫ই মে এই সভার একটি অধিবেশন হয় এবং সেখানে কতক গুলি প্রধান লোকও ছিলেন। যেরূপ আড়ম্বরের সহিত সভার অধিবেশন হয় তাহাতে বোধ হইতেছে যে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য বিষয় সহজে ছাড়িবেন না।

ইংরেজেরা এ দেশে আসিয়া বাস করিলে [illegible] উপকার আছে তাহার ভুল নাই। ভারতবর্ষের অনেক স্থান পড়িয়া আছে। ইহারা এই সমুদায় স্থানে বাস করিয়া যদি কৃষি কার্য্য করেন তবে প্রকৃত দেশের বিস্তর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। চা-করেরা ও কাফি-করেরা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চা ও কাফির আবাদ করিয়া যেমন আপনারাও লাভ করিতেছেন তেমনি দেশেরও আয় বৃদ্ধি করিতেছেন। এই রূপ ইংরেজেরা যদি পতিত ভূমি গুলি বাসোপযোগী করিয়া তুলেন তবে তাহাদের এদেশে আগমন বিশেষ লাভ স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এ দেশ বাসী হইলে ইংরেজদের এ দেশের উপর মমতা বসিবে। এখন ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে প্রবাস ভূমির ন্যায় গণ্য করেন। তাহারা এখানে অর্থো-পার্জ্জন করি[illegible] অর্থোপার্জ্জন কি[illegible]

তাহারা ইংলণ্ডের পুষ্টি সাধন করেন। কিন্তু ইংরেজেরা যদি এদেশে বাস করেন তাহা হইলে ইহার বিপরীত হইবে। তাহারা ইংলণ্ড হইতে টাকা আনিয়া এ দেশে ব্যয় করিবেন এবং তাহাদের উপার্জ্জিত ধন ইংলণ্ডে গমন করিতে পারিবে না। মুসলমানেরা ইংরেজদের অপেক্ষা শত গুণ অপব্যয়ী ছিল, কিন্তু তাহারা এ দেশবাসী হইয়া ছিল বলিয়া তাহাদের সমুদয় অর্থ এখানেই ব্যয়িত হইত সুতরাং তাহাদের অপব্যয় দ্বারা লোক সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হইত। তৃতীয়ত আমেরিকা উপনিবেশিত হইয়া স্বাধীন হয় এবং ভারতবর্ষও এই রূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ উপনিবেশিত হওয়ার বিপক্ষেও বিস্তর গুরুতর আপত্তি আছে। বিশ কোটি ভারতবর্ষীয়কে অর্দ্ধ লক্ষ ইংরেজ শাসন করিতেছেন। ইহারা প্রায় সকলেই সুসভ্য ও শিক্ষিত, কিন্তু ইহাদের অত্যাচারেই ভারতবর্ষীয়গণ যখন ব্যতিব্যস্ত, সেখানে অর্দ্ধ শিক্ষিত কি ইতর শ্রেণীর ইংরেজ দ্বারা যদি ভারতবর্ষ উপনিবেশিত হয় তাহা হইলে কি আমাদের মান সম্ভ্রম আর কিছু থাকিবে? প্রথমে হয় ত ইহারা কোন জঙ্গলময় স্থানে উপনিবেশ করিতে পারেন কিন্তু যখন দেখিবেন যে সেখানে তাহাদের সুবিধা হইল না তখন তাহারা ভাল ভাল স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে বাস করিবেন এবং উহার অধিবাসীদের বাস্তু ভূমি পরিত্যাগ করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইতে হইবে। জন কতক নীলকরের অত্যাচারে দেশ উলট পালট হইয়াছিল, কিন্তু তখন সহস্র সহস্র নীলকর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিবে। এ দেশীয় লোকেরা নিরীহ, দুর্ব্বল ও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু যাহারা উপনিবেশ করিবে তাহারা সম্ভবতঃ উদ্ধত স্বভাব, অর্থ লিপ্সু ও দ্বন্দ্ব প্রিয় সুতরাং এ দেশীয় লোকদের দুর্গতির এক শেষ হইবে। গবর্ণমেণ্ট সাহস করিয়া ইহাদিগের প্রতি ন্যায্য বিচার করিতে পারিবেন না, কারণ তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের টেঁকা ভার হইবে। আবার এখন আমরা চাকরীর উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছি… …ভীত আ… পাই …, …র উচ্ছিষ্ট … যদিও আমরা কখন বিদ্রোহী হই নাই, পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছি, আর যদিও এ দেশটি প্রকৃত পক্ষে আমাদের। কিন্তু ইংরেজদের যদি এদেশে কিছু মাত্র দাবি স্পর্শে তবে কেরাণী প্রভৃতি কাজ গুলিও তাহাদের এক চেটিয়া হইবে। আমাদের তখন প্রকৃত লাঙ্গলের মুষ্টি ধরিতে হইবে। আমাদের দেশে এখন যাহা কিছু সম্পত্তি তাহা জমিদারদেরই আছে। কিন্তু ইংরেজেরা এ দেশবাসী হইলে আমাদের জমিদারগণও তাহাদের জমিদারিচ্যুত হইবেন। তখন চিরস্থায়ী বন্দবস্ত এক কলমের টানে উঠিয়া যাইবে এবং হিন্দু জমিদারের স্থানে তখন ইংরেজ জমিদার চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইবে। জমিদারী গুলি গেলে আমাদের দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। জমিদারী গুলি হাতে আছে বলিয়া নীল কুঠিয়ালরা আমাদিগকে উচ্ছিন্ন দিতে পারে নাই। আমাদের দেশে আইনের দ্বারা বিচার হয়, গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হই… একটু সতর্ক হইয়া চলেন এবং আমাদের যে একটু জীবন আছে সে কেবল জমিদারী গুলির নিমিত্ত। এখন ইংরেজ সাধারণের …ই জমিদারীর উপর তত লোভ নাই, কারণ এ জমিদারী লইলে এ দেশে বাস করিতে হয়, …চ্ছা করিয়া এদেশে কোন ইংরেজ বাস করিতে …না। এই আমাদের বাঁচিবার পথ, কিন্তু যদি … এ দেশবাসী হন তবে জমিদারী লইবার দিগের দিকে, ধন তাহাদের অধিক, সুতরাং জমিদারী লইতে তাহারা যদি একান্ত মনে টানা টানি করেন তবে আমরা উহা রাখিতে পারিব না। জমিদারীর প্রতি ইংরেজদের এখন তত লোভ নাই, তবু আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে এদেশে ২৬৫ জন ইংরেজ জমিদার ও ৯৭ জন ইংরেজ পত্তনিদার আছেন। এই সকল ইংরেজেরা ১০৮৪৫০ টাকার জমিদারী ও ৬৭৯৮৮২ টাকার পত্তনিদারী ক্রয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দবস্তের চুক্তি অনুসারে সাড়ে তিনকোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক পান। এ হিসাবে এতদ্দেশীয়েরা যত জমিদারী ভোগ করেন তাহার কুড়ি ভগের এক ভাগ ইংরেজেরা ভোগ করেন, এক্ষণে বিবেচনা করুন যে এতদ্দেশে ইংরাজের সংখ্যাই বা কত আর এদেশীয়েদের সংখ্যাই বা কত। আরও একটি গুরুতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় সভ্যতায় আমাদিগকে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইংরেজী সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আমরা প্রায় উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউরোপীয়েদের সহিত যে জাতি সংস্রবে আসিয়াছে সেই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কে জানে আমাদেরও ঐ রূপ দশা হইতে পারে? এমত অবস্থায় ইউরোপীয়দের হইতে যত দূরে থাকা সম্ভব তাহা থাকা আমাদের কর্ত্তব্য।

বিট পালঙ্গের মূল দ্বারা উত্তম চিনি প্রস্তুত হয়। শ্বেত বিট মূলই ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী। লাল বিট লইতে হইলে এরূপ দেখিয়া লইবে যাহার মূল সাদা। খুব পরিস্কার করিয়া ধুইয় সিদ্ধ করিবে, তৎপর একটা কাষ্ট পাত্রে কাষ্ট দণ্ড দিয়া ছেঁচিবে এবং রস নিংড়াইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ একটি তাম্র পাত্রে জ্বাল দিবে। উপরের গাদ ফেণার সঙ্গে ফেলিয়া দিবে। এক শত কোয়ার্টস পরিমিত রসে দুই ঔন্স চূণ মিশাও এবং যে পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক শুখাইয়া না যায় তাবৎ জাল দাও। তৎপর এক খানি পশমী কাপড়ে ছেঁকিয়া আবার জ্বাল দিয়া, যখন চিনির তারের মত হইবে তখন কাচ, প্রস্তর কি কাষ্ঠ পাত্রে ঢাল। তার পর নির্ব্বাণ প্রায় অগ্নির নিকট পাত্রটি রাখিয়া দিলেই নীচে মিশ্রীর কণার মত পড়িবে। ঐ কণা সকল জলীয় ভাগ হইতে উঠাইয়া লইলেই উত্তম চিনি হইবে এবং জল মিশাইলে উত্তম সরবত হইবে। ফরাসী দেশে এই চিনি প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া, বিক্‌টরিয়া দ্বীপস্থ উপনিবেশকেরা শ্বেত বিটের বাহুল্য রকম চাষ করিয়া থাকে। এ দেশে উক্ত বৃক্ষের চাষ আরম্ভ হইলে যে কৃষকেরা বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই বিট পালঙ্গ হইতে এক রকম আরক প্রস্তুত হয়, তাহা সুগন্ধ দ্রব্যাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

✓ আমাদের জমিদারেরা মনে করিলে প্রজাদের নানা উপায়ে উপকার করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে আপনাদেরও ধন বৃদ্ধি করিতে পারেন। ফ্রান্সের এক জন জমিদার তাহার জমিদারীর মধ্যে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে চাসার ছেলেদিগকে কৃষিকার্য্য শিখান হয়। ইহারা কার্য্য পটু হইলে ইহাদিগের দ্বারা স্থানে স্থানে স্কুল করিয়া সর্ব্বত্র কৃষি কার্য্যের শিক্ষা বিস্তার করা তাহার উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের অনেক জমিদার ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের জমি-

দীঘাপালিনী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শর… স্বর্গগত মাইকেল মধু সূদন দত্তের অনা… দিগের সাহায্যার্থে দুই শত টাকার অর্দ্ধ … মাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহার অ… প্রাপ্ত হইলে আমরা উহা যথা স্থানে প্রের…

মফঃস্বলের আহেলে মামলাদিগকে একটি শুভ সংবাদ দিতেছি। গবর্ণমেণ্ট কহিয়াছেন যে কোর্ট ফিস্ ষ্ট্যাম্প এক্ষণ পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে বিক্রয় হইতে থা… গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পাইয়াছেন যে কোর্ট ফিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের দ্বারা বিক্রয় হ… লোকের কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে। … পূর্ব্বের ন্যায় বেণ্ডারেরা এখন উহা বিক্রয় করি…

গত রবিবারে জাতীয় সভার অধিবেশনে না… রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের একটী বক্তৃতা করার কথা… কিন্তু তিনি সেই দিন সন্ধ্যাকালে পীড়িত… পড়েন সুতরাং বক্তৃতা সভায় করা স্থগিত থা… অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বাবু মনোমোহন বসু … করেন যশোর জেলার নড়ালে যে একটি ব… শিক্ষোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে জা… সভা উক্ত সভার অনুষ্ঠাতাদিগকে এই মহৎ কা… নিমিত্ত মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন। বা… শির কুমার ঘোষ প্রস্তাব করেন যে নড়ালের বা… চরণরায় যিনি স্বহস্তে শতাধিক ব্যাঘ্র বধ করিয়া… যাঁহার বীরপণা ইংরাজি বাঙ্গলা সমুদয় স… পত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহাকে লইয়া দুর্ব্বল বা… জাতি গৌরব করিতে পারেন, জাতীয় সভার পুরুষকে যথোচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য, অত… সভা কর্ত্তৃক রাই চরণ বাবুকে একটি স্বর্ণ মেডেল প্রদত্ত হয়। … প্রস্তা… সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয়। রাজা … কৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহা… বাবু শ… চরণ সরকার, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠা… কুমার গোপীন্দ্র প্রভৃতি প্রধান ২ লোক উপ… ছিলেন। রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির… সন গ্রহণ করেন॥

আমরা বান্ধব নামে এক খানি মাসিক পত্রি… প্রাপ্ত হইয়াছি। এ খানি ঢাকার বাবু কালী প্রস… ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা প্রথম সংখ্যা দে… খিয়া বান্ধব সম্বন্ধে কোন মত ব্যক্ত করিলাম না… তবে আমরা কালী প্রসন্ন বাবুকে এক জন প্রসি… চিন্তাশীল লেখক বলিয়া জানি। বান্ধবের মূল্য… অতি অল্প নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব প্রত্যা… করা যাইতে পারে যে বান্ধব পাঠক সমাজে সমা… হইবে।

আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর তাঁ… হার মুরশিদাবাদ ও দিনাজপুর জেলাস্থ প্রজা… বর্গের অন্নকষ্ট নিবারণ উদ্দেশে বিস্তর মহৎ কার্য্য… করিয়াছেন। তিনি পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি স… কার্য্য ব্যতীত খাজানা আদায় স্থগিত করিয়াছে… এবং অনেক স্থানে খাজানা একেবারে মাপ করি… ছেন। রাজসাহীর কমিসনার সাহেব এই বিষয় শ্রীযুত লেঃ গবর্ণরকে অবগত করেন এবং শ্রীযুত লেঃ গবর্ণর রায় ধন পৎ সিংহ বাহাদুরকে… তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের জন্য যথোচিত প্রশংসা… করিয়া … গত কল্যকায় …

AMRITA BAZAR PATRIKA.

TTA—*THURSDAY* 25th *June* 1874.

Hem Chundra has promptly responded int that we gave in our last and has sent rse on the Kidderpore toothbreaking t will appear in our next.

---

y do not heroes turn up in other parts of l? The Jessore hero Rye Charan Roy g to be presented with a gold medal by ational Society.

---

following effusions of a mad man appeared shape of a letter in the *Indian Daily* :

—I shall be very much obliged to you if ndly insert the following few lines in a of your valuable paper:—By the blessing d I beg most respectfully to inform the nment of England—the Government of —the Government of Prussia—the Govern- of Austria, the Government of France,—the nment of America, and the others, that if mperors, kings, queens and members of the -mentioned Governments assist me in expense nakers, then I shall be able to invent new rifles, muskets, and other kinds of military arms which will surpass all the inventions of military world—which will surpass the destruc- *needle-gun* of the Prussians, and *chassepot* and *trailluese* of the French. I will discover most ful substances of gun-powder. I will discover r ancient military fire-arms and other scientific ments, machines, and engines, such as, mastra, Bhindipol, Chandrahas, Berrapak, Jahll, k, Poospukruth, Goljantra, Loppor, Danfol, kkah, &c. I will make artificial thunder and ning which will be equal to that of nature, I make some terrible fires. I will make new gements for the navy. I will introduce new plines which will defy the tactics of Buonaparte others. I defy you O England ; O Russia; Prussia ; O Austria ; O France ; O America ; efy the whole world, if I have the assistance my motherland—India. I want only assistance tance, assistanse—assistance not mental, but ical and pecuniary, and oblige,—Yours, &c.,

NONDOLALL Gho e,
Care of Dr. M. L. Sircar, M. D.
Sankaritollah Lane, Bowbazar,
ta, June 16th, 1874.

haps the result of blank desprai. t see their way through, they n men the help gods and turn mad men. a good sign however, it is a good sign that le deeply ponder on their abject condition.

The following account of an outrage appeared the *Saptahik Shamachar* and the *Indian Daily ws.* On Thursday last, on arrival of the 5-13 M. down passenger train at Connaghur, a native ssenger while attempting to get into an inter- ediate class carriage, was prevented by a ropean passenger from doing so. The former ereupon complained to the Native Station aster as to his being insulted and demanded name. The Stationmaster, accompanied by e complainant, went up to the offender and sked him his name. No sooner had he done so than the offender laid hold of the complainant and assaulted him with such violence that blood was drawn. The guard of the train in the mean- time signalled to the driver to start as the train was being delayed. The Stationmaster then wrenched the signal from the guard's hand and signalled to the driver to stop, and handed over both parties to the Government Railway Police. Immediately after the assault had been committed some of the European first-class passengers came out and took the offender into their carriage, but the police subsquently took him into custody. The Magistrate has released him on bail in Rupees one hundred. Who were those *gentlemen* of the first class? We are anxious to know the fate of the Stationmaster. We hope he will not be punished, he foolishly acted on a mistaken sense of duty.

There are two ways to gain the hearts of great persons, by abject flattery and by sterling worth but whether sterling worth always succeeds or not with our Rulers abject flattery always does. There are flatterers amongst princes who hunt after salutes, there are flat- terers amongst the aristocracy who would worship white skins wherever they are found for the sake of a title, and there are idiots who would rise to scientific and literary eminence not by profound researches but falling prostrate the f t of men in power. Our Rulers so not consider that those who To idiot is dubbed with scientific honors and exhibit- ed before the the puplic as the best specimen of native intellect, that is, to our thinking a very great injustice done to the nation. The other day we said and we hope it will not pain Raja Horendra Krishna if we repeat it again, that the most deserving in the Sobhabazar family was Raja Komal Krishna. We do not grudge Raja Horendra Krishna his honors, but it was unjust to waive the claims of the most generous and noble minded man of the family. When the matter of the famine was yet doubtful he made a most munificent donation of Rupees ten thousand, and considering his circumstances his was perhaps the largest donation made towards the famine relief fund. Whether Government formally dubs him with a title or not he will yet enjoy the honors of that title as long as he lives, and will conti- nue to be respected both by Government and the people. There is another individual whose claims are so universally acknowledged that they will not need the advocacy of any man. The Hon'ble Digambar Mittra has risen from the ranks to the foremost place in native society by his merit alone. But his talents are probably better known to our rulers than to us, for he has placed them entirely at the service of Go- vernment, so that it will not be too much to say that the Government can scarcely do now with- out the services of that experienced statesman. We see Shiva Prashad who was always very polite to the *shaheblokes* has been ennobled, let those who are really meritorious also enjoy some honors.

SHURENDRA NATH AND HIS GENEROUS JUDGES.— The secret of the art of report writing is yet unknown to the uncivilized natives of India. This art might be, however studied with advantage by us, who have to deal with an eminently report writing nation like the English. It is said that sir Richard Temple's eminent qualities first came into notice by report writing, and we know also of some worthless officers who entirely live upon report writing. A native of this country can arrange his facts tolerably well, so as to give a plausibility to his arguments, but a thorough control over the feelings is wanting. He can write a good report but not an effective report, but a civilized European, whether his report be bad or good can always write an effective one, because of his thorough control over his feelings. A newspaper writer if he wishes to vilify any man, first begins with shewing love to him. A native writer would be detected in the first line. A govern- ment officer who would further the interest of a favorite would first begin by being unnecessari- ly severe with him in his reports. A man he will, he would begin with the profoundest would ki ould give in detail a list of the regard. He w qualifications of his victim, he would speak in terms of rapture of this and that preeminent qua- lity of the man he would victimize, incidentally name his minor faults but pass over them in generous enthusiasm over his qualities and then suddenly veering round would kill him in one blow. If you wish to help a man, be unnecessarily severe with him and thus procure sympathy for him, and if you wish to kill one, shew him undue favors, shew him that you are unjustly partial to him, that you are blind to his faults and prone to magnify his qualities, shew that if you admit anything against him, you are only con- strained to do it. This we believe is the grand secret of report writing in civilized countries.

The reports against Mr. Banerjea are exem- plary documents, they overflow with generosity. There is constantly on the part of the com- missioners an attempt to overlook his faults and to give a favorable interpretation to all the foolish acts attributed to him. If Mr. Banerjea is charged with willful misstatement of a fact, the Commissioners are ready with their support, that they are willing to believe that the misstate- ment was not willful. If Mr. Banerjea is charged with a mistake, they are ready to shift the blame upon his immediate superior Mr. Sutherland, who ought to have instructed his subordi nate, in his duties; or his *amla* Durga Churn, who as an experienced *muhorir* should have advised his master how to act under the circumstances. They bear high testimony to the worth of Mr. Banerjea and then end in finding him guilty. This is the trumph of the European art of report writing! His Honor the Lieutenant Governor also is not to be outdone in generosity; in every line of his report he shews a deep anxiety for the welfare of Mr. Banerjea. Tho' the supreme head of the local Government and bound to deal justice evenly, yet Mr. Baner es his whatever Mr. Banerjea wanted would be at his service. His late Honor did not want the blood of Mr. Banerjea, his earnest endeavor was how to get him released. Did Mr. Banerjea want a Barrister? he was welcome to it. Did he want any Government Officer to defend him? well he was only to name him. What did Mr. Banerjea want? Anything would be granted to him so that he might get himself out of the trouble. Such are the sentiments which His Honor's report abounds with.

The first request then that Mr. Banerjea made was that his case might be tried in Calcutta. But His Honor tho' willing to go a great deal out of the way, was not yet willing to go so far, not even for Mr. Banerjea. But he was himself deeply grieved at his own refusal. He was however quite willing to make up his want of generosity in this respect by another equally generous act. It was expected however that the Government would accede to this request, not for the sake of Mr. Banerjea, but for the sake of its own fair fame. Rightly or wrongly it is believed that Shurendra is the victim of a party, and it is proper that Government, composed as it is of foreigners, should always try to avoid such acts which might give rise to such surmises. The matter would have been settled for ever to the satisfaction of all parties if Mr. Banerjea had been tried in Calcutta; but since this re- quest was not granted, it is naturally believed that Government dared not accede to the request. This belief gains ground when we consider the absurd grounds upon which the request was rejected. His Honor says "It was essential that the trial should be held in Sylhet where alone the evidence was fully available, especially as it is quite uncertain how far the Commission- ers might feel bound to carry on their investi- gations." If cost was the question, of course it cost Government much more to send the Judges down to Sylhet than it would, if the witnesses were sent here. The Commissioners were no doubt uncertain how far they might have to go in their investigations, but this they knew, in such a case as this, that a local inquiry was not at all necessary. Sir George Campbell however fully made up for this refusal of Banerjea's request, and though the trial was not allowed to be held in Calcutta, "Mr. Banerjea was however allowed to come to Calcutta to obtain advice and make other arrangements for his defence." So you see Mr. Banerjea has no cause of complaint. The trial was not allowed to be held in Calcutta, but Mr. Banerjea was allowed to come to Calcutta! Could generosity go further? Was not the *amende honorable* sufficient? But Sir George Campbell's generosity did not end here, it was inexhaustible. Mr. O'Kineally was "told to afford Mr. Banerjea every facility for his de of ving copies of docurence in the way gi ments or permitting inspection of records &c., and the Lieutenant Governor understands that Mr. O'Keanilly carried out these orders in a liberal spirit." This is a liberality which however cannot be denied to any culprit whether a murderer, dacoit, or a thief. Then there was another act of liberality which would be ungrateful to omit and which Sir George Campbell was careful not to omit to mention, Mr. Montriou, Mr. Banerjea's counsel, was allowed to go by the Govt. steamer! Other acts of generosity followed in rapid succession. When the articles of charge were framed and approved by the Lieutenant Gover- nor Mr. C'Kineally served them formally upon Mr. Banerjea. But His Honor procured two more copies of the charge and not only served one directly from his office to Mr. Banerjea but sent a copy to Mr. Motrio too!

After Government had showered these hails tones of favors upon the native civilian it wante to give another proof cf its generosity. It di tinctly held out the hope of helping him wit the aid of any officer under Gevernment who Mr. Banerjea might select. Mr. Banerjea a this asked for the services of the Advocate general; to this the reply was sent by the tele graph that he was "not available" We shal here shew in a table, the successive demand made by Mr. Banerjea and the replies to thos demands by telepraph by Government, that th reader may learn at one glance the nature these demands and replies.

Mr. B's demands.	Government reply
The Advocate General.	Not availabl
The Standing Counsel.	Not availa
Mr: Bell.	Not av
Mr. Field.	Not av
Mr. Harrison.	Not av
The Govt. Pleader of Sylhet.	Super

These are the short replies that wer vernment by telegraph and Sir Ge

and the the Standing Counsel would have declined to act, so says His Honor. His Honor did not ask them however, for had he done that, he would have stated it, he who did not omit the fact of Mr. Montriou's passage by the Government steamer and the fact of his supplying Mr. Banerjea with 3 copies of the articles of charge. So Sir George only guessed when he said that those gentlemen would have declined to act, for we believe that if he had really wished it, he could have easily procured the services of either of the gentlemen. Mr. Bell was at home on sick furlough and Mr. Field "had just been appointed as the only officer available to relieve Mr. Prinsep," and Mr. Harrison was in charge of a large district like Midnapore and he could not be spared. To the public it would appear that the Government of Bengal could have, if it had really wished it, procured the services of any of the gentlemen, with the exception of Mr. Bell. If the Government meant really to help the native civilian with advice why did it not name the officers available and then give Mr. Benerjea the option of selecting one of them? The indefinite expression "not available" served Government however extremely well and Sir George in his report with very great simplicity claims the credit of having wished to help Mr. Banerjea. God judges by intentions and so he appeals to the public to be judged by his intentions. But one fact disclosed by the *Bengal Christian Herald*, to which we are deeply indebted for the clear elucidation of many mysterious points in connexion with this case, throws a great deal of doubt upon the real intentions of Government. Sir George in his report says that "subsequently the Government Pleader at Sylhet was allowed to be associated with Mr. Montriou to aid in the examination of vernacular papers and witnesses, and generally to assist in the defence." ...s, if it was really done was no doubt a ...at help to Mr. Benerjea but doubts have ...n thrown upon this statement by the *Herald*. ...en Mr. Banerjea demanded the services ...he Government Pleader, the Government ...graphed in reply that since Mr. Banerjea ... secured the services of Mr. Montriou, ...ervices of the Pleader would be superfluous. ...e the matter ended and the Government ...der so far from associating with Mr. Mon... dared not render the least help in the matter in the face of such a telegram! Bengallee Babus should learn the art of report writing.

Our Deputy Magistrates—The late hon'ble Dwarka Nath used to say that when he accepted the post which the Government bestowed upon him he considered himself a man lost to himself and his country—he sacrificed himself for the benefit of his country; he smothered his feelings and aspirations, smoothed all t... prominence in his character and made himself ... machine in the hands of the Government. Government purchased him and he sold himself to Government. He behaved well and served his new lord faithfully so that after he was gone, Government might yet be inclined to purchase another native on the same terms. If I behave ill Government may not bestow this high post on any other of my countrymen, I have a solemn responsibily upon my shoulders. Thus he argued and thus he acted and he argued and acted wisely, for if he had acted otherwise, perhaps the hon'ble Romesh Chandra Mittra would have remained a pleader all the days of his life and the chair emptied by the death of Dwarka Nath would have been occupied by a whiteman.

So we have sold the Deputy Magistrates or in other words the Deputy Magistrates have sold themselves to Government. So the late Dwarka Nath sold himself with this difference however that he was purchased by Government with a grumble. The Deputy Magistrates and others of their rank in the executive service however do not stand altogether upon slippery grounds, if they seek themselves to be sold, Government also seeks them with avidity. The British raj can do without a native High Court Judge, but it cannot do without native Deputy Magistrates. Without the help of lower grade native executive officers they cannot govern ...a; they tried to do without natives but could ... If all the Deputy Magistrates were to throw up their employment and others to refuse to step into their places, the business of the *raj* would remain stand still. They were at first employed experimentally, the experiment succeeded, it was found that such officers paid extremely well and the practise was introduced of appointing ...es in the subordinate executive service. It ... no question of generosity and so forth but one of profit and loss, the subordinate branch of the native service was found very profitable and so was extended. The late Dwarka Nath surrender... discretion, but the Deputies could make terms themselves. The Deputy Magistrates helped themselves ... the Government helped it...

of Bengallee Babus. They are generally clever, active, intelligent and always honest. They live well, dine well, and generally keep good health. Indeed the best class of natives have been taken by the *sarkar* for its own service. Whether this has been a gain or loss to the country? They no doubt retain some money in the country, but the amount is a trifling one, and if they retain some money, it is they alone who make the country pay to Government a sum over and above their pay: As a matter of speculation the Subordinate Executive Service is not profitable to the people.

In its earlier days the British *raj* had a very slight hold upon the country. Two or three districts were placed under the charge of a single European who could but ill control the affairs of the country. The resources of the country remained undeveloped, which means that the people paid very few taxes, and they enjoyed a large share of freedom. They defended their own property and decided their own quarrels according to their notions of justice and equity. Gradually the number of executive officers was increased and natives taken into service, the country was thoroughly subjected, the people lost every vestige of liberty they had, and their taxes were enormously increased. From this point of view the Deputy Magistrates have helped to enslave and impoverish their own country. But there is another view of the matter. The great complaint of the people is that the Government has deprived them of all powers and it is for this that they are constantly sending a wail through their organs, the newspapers; it is for this that they form themselves into corporate bodies to wrest some power from the hands of Government, and it is for this that the native Press is so much disliked and chargad with disloyalty and sedition. So long as there are native Magistrates, the natives must possess some share, however slight in the administration of the country and it is desirable therefore that the number of such men should be indefinitely increased.

There is however one thing to be considered. It does not always benefit the people if the natives entrusted with high powers do not exercise the power for the benefit of the former. If the native Magistrates have raised themselves, they must try to raise the people along with them, if they enjoy any power, they must exercise the power to defend the people from the oppressions of a despotic and strong Government, and not to turn oppressors themselves. At one latter period of Bengal History, a Hindoo Zemindar wrested the sceptre, from the hands of Mahamudans and turned Mahamudan himself, and the fact of the supreme power being enjoyed by a Hindoo did not at all free Bengal or b... the people. The Deputy Magistrates have ... purchased by Government, and we have s... best specimens of our nation; if they altogeth... their old ties and turn pliant tools and s... the hands of their new master, the loss ... country become not only immense, but ... our own countrymen against us. That ... danger of the Magistrates turning as g... to their count... some civilian Magist... will be clear ... those who have given th... any thought. The reason is obvious. The Government appeals to their interest and selfishness, and the people to their patriotism and other higher feelings; but interest generally gains the day. There is the prospect of a better pay and promotion to the over zealous Deputy Magistrate, the prospect of enjoying greater powers, in short the prospect of wealth, power and eminence. There is security too. The people cannot promise all these, on the contrary, the deputy who favors the people, throws himself, upon very unsafe grounds. Nothing helps the deputy so much as an attack against him in the native press, nothing brightens his prospect as a petition from the people against him. The more he forgets the rights and claims of his country, the greater confidence is placed upon him, and thus gradually he is trained to think himself as one of Government and not of the people, as one whose interests are identical with those of Government. When a man thinks in this way, we consider him to be lost to the country. A man, with such feelings injures his country much more than any foreigner can. Peons of *shahebs* serve to make their *shahebs* much more terrible than they really are, and deputy Magistrates have on many occassions served to make the Government still more despotic and still more terrible than it was before it entrusted natives with high powers.

A Deputy Magistrate told us, that if the English people leave this country he would request them to give him a corner in one of their vessels. All his enjoyments, importance proceeded from the English Government and according to his notion, happiness cannot exist without English Government.

A Deputy Magistrate, who was fawned and flattered by the indigo planters and very soon found himself to be a very important personage, as one courted by Europeans, planters though they be, joined the planters and shot at an assembly of indigo ryots. That was perhaps the first shot ever fired by him at a human being, or his forefathers counting to the 52nd generation, and that shot was aimed at his oppressed countrymen, instigated by foreign oppressors.

The other day two Deputy Magistrates went ... h not required, of th...

The new Criminal Procedure Code ha... universal condemnation, but it has been received by some of the Deputy Magistra... has enhanced their power though at th... the people.

When we expressed deep sorrow at the ... of trial by jury, a Deputy Magistrate furiousl... us in the columns of the *Bengallee*. Juries d... the prisoners committed with so much zest by...

A deputy Magistrate told us that since a ... dinate of his, was made the subject of a new attack, he was determined to stand by h... whatever cost. This is the policy of a d... government and some of our deputies have ... it without understanding its tendency.

Raja Jateendra Bahadoor, complained to ... a deputy Magistrate was very anxious to ta... to court though it was not at all necessary he should personally attend it. The Magist... Commissioners and others make our respectal... stand and tremble before them. That pride, self-respect, which makes a gentleman has already crushed and this deputy Magistrate w... humble a native nobleman that his vanity mi... be satisfied. This intense selfishness, this ... disregard of the interests of one's country is the result of the training they receive. They do consider ...so that there is some meanness in wound... the feeli... of a respectable man by the help borrowed ...ority, which they do not natura... possess, bu... cease as soon as the badge wou... be taken from them.

A Deputy Magistrate with great simplicity tol... us one day that so and so is a powerful Zemind... and he ought to be humbled. That man is powerful and does it therefore naturally follow that he m... be humbled? This is a logic the force of whic... can be only understood by those who have carefu... observed the policy of a despotic Government. The... men do not fathom into the depths of this poli... and consider it a very meritorious act to humb... powerful individuals. We would reverse the process we would not humble a countryman of ours, bu... would try to raise him.

Most of the native *hakims* do not mix with th... people because it is said that the people take advan... tage of their condescension. This man is a muktia... and I a *hakim* can't dine with him, that man is ... Zemindar and I must preserve my dignity an... *prestige*. What are you, ... you are so very careful o... When you seek to pre... you only preser...

... you, ... that your ... Is there none ... has sufficient love for his ... fice his vanity for the sake of th... ...on? You will hear that oft repeated complaint, that if you lower yourself the people take advantage of your goodness. Very good of the *hakim* no doubt to mix with his own contrymen, though in other countries the *hakims* donot consider themselves so high. But do not non-official Europeans such as planters, Zemindars and &c., take advantage of the condescension of the Magistrates and whisper many things in their ears? What are you that you wish to be better than your masters? The Englishman mixes with his own countryman freely, he does not mix with the natives but the native *hakim* is not an Englishman. Those who can preserve their dignity can do it without the help of the borrowed authority vested in them. If the Deputy Magistrates cannot preserve their nationality by accepting Government posts we do not call them natives and we do not care for them. But as we said the Deputy Magistrates are fine specimens of Bengallee Babus, and it is bad training which now and then tells upon the weak minded amongst them. They enjoy some powers let not that power be misapplied in lowering their own countrymen and humbling powerful man, under the ... advice of despots. It is their policy to keep the ... tives under the thumb and let not our deputies be deluded into helping in that business. Let thei... power be not misapplied in filling Jails unnecessaril... and making criminal justice terrible to the populatio... There is a policy in the thing and the Depu...

সংবাদ

...নাতে একটী চির প্রচলিত প্রথানুসারে আ-...ম্রাট ও রাজ্ঞী গত গুড ফ্রাইডের দিবসে বার ও ...বার জন বৃদ্ধার পদ ধৌত করিয়া দেন। ...একটী বৃদ্ধার বয়স ১০৭ বৎসর। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের সম্মুখে এই উৎসবটী হয় এবং ...শেষ হইয়া গেলে প্রত্যেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে ত্রিশটী ...রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হয়।

...কিছু দিন হইল এক জন মেম ও সাহেব উতকা... পরিত্যাগ করিয়া দাদাবেত পর্ব্বত পরিদর্শন ...তে যান। তাহারা কিঞ্চিৎ দূরে গাড়ী ...খিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেশে উত্থান করেন। কিছু ক্ষণ ...ণ করিয়া তাঁহারা পথ ভুলিয়া যান। গাড়োয়ান ...ত দিন ও সমস্ত রাত্রি গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করে ...পর দিন প্রাতে সাহেব ও মেমকে না দেখিয়া ভীত ...া সে নিকটস্থ পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশের ...লোকে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া ... তাহাদের ...খোঁজ পায় না। এদিকে সাহেব ও ... সমস্ত রাত্রি ...ঘুরিতে ঘুরিতে উতকামুণ্ড হইতে পনর মাইল দূরে ...কোটাগাড়ী নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হন।

—চীনদিগের মধ্যে একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে ...হাদের যদি ভিন্ন দেশে মৃত্যু হয় তবে তাহাদের ...কবরের কতকটা মাটী লইয়া স্বদেশে প্রেরণ করিতে ...হয় এবং উহা সেখানে পুনরায় কবরস্থ করা হয়। আমেরিকা হইতে চিন পর্য্যন্ত এই মাটী পাঠাইতে প্রায় এক জন চিনের সমস্ত বৎসরের আয়টী ...ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু চিনেরা দেশাচার এরূপ মান্য ...রে য তাহাদের মধ্যে অতি কৃপণ ব্যক্তিও এই ব্যয় ...রিতে আপত্তি করে না।

...রাজা সাতাশ জন রাণী, ...ী উপপত্নি ও সতরটী ...

...উ-

—এক ... মেরিকান একটী যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা দ্বারা আকাশে উড়া যায়। উহা এক লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

—ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাংখী ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূত পূর্ব্ব সম্পাদক কটলেজ সাহেব টাইমস পত্রিকার বিশেষ সংবাদ দাতা হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইনি ভারতবর্ষে ছয় মাস থাকিবেন।

—এক খানি ইংরেজী পত্রিকা বলেন যে, বাঁশে এক রূপ বিষাক্ত পদার্থ আছে। জাবা নিবাসী অনেকে উহা প্রয়োগ করিয়া শত্রু নিপাত করে। উক্ত বিষ ভক্ষণ করিলে বরাবর পাক স্থলীতে না গিয়া গলার ভিতর আবদ্ধ হয় এবং ক্রমে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ হয়।

—সুইজারলাণ্ড নিবাসী এক ব্যক্তি একটী নূতন ধরণের ওয়াচ ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা পেষিত বায়ু দ্বারা চালিত হয়।

—জাপানের রাজা ভিন্ন২ চতুর্দ্দশ জাতির সহিত ...ন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির এক একটী ...চিত্রিত মূর্ত্তি তাঁহার রাজধানীতে রক্ষিত হইয়াছে।

—আঠার জন জাপান দেশীয় নাবিক জাহাজ জল মগ্ন হইয়া কোরিয়ার তীরে নিঃক্ষিপ্ত হয়। কোরিয়াবাসীরা ...হাদিগকে বধ করিয়া ফেলিয়াছে। কোরিয়া ও জাপা-...ের সহিত পূর্ব্ব হইতে বিবাদ চলিতেছে।

পতন হইয়া বেদিটী পুড়িয়া গিয়াছে। কাণ্টনেও বিস্তর লোক বজ্র পতনে মারা পড়িয়াছে।

—কিছু দিন হইল চিনেরা কতক গুলি রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগকে কাটিয়া ফেলে। ইহার অনুসন্ধান হওয়ায় প্রকাশ পাইয়াছে যে পাঁচ খানি গ্রাম যাহাতে অন্যূন দশ হাজার খৃষ্টান ছিল তাহার চিহ্নও নাই।

—ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট লুই নেপোলিয়ানের জীবন চরিত লেখা হইতেছে। লুই নেপোলিয়ান এক জন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন।

—বোম্বাইয়ের এক খানি সংবাদ পত্রে এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন যে কিমিজ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী একটী সন্তান ও সর্প প্রসব করিয়াছে।

—চীনেরা আজ কাল বড় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। সাঙ্গহীতে ফরাসীদিগের যে কুঠি আছে কতক গুলি চিন তাহা আক্রমণ করে। তাহারা কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ফরাসী ও তাহাদের পরিবারদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া বাড়ি পোড়াইয়া দেয়। তৎ পর মিস ম্যাকলিন নামক এক জন ইংরেজ মহিলার বাড়ি পড়িয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে। তৎ পর তাহারা আরো কতক গুলি গৃহ পোড়াইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করে।

—হিন্দুদের ন্যায় স্যাকসনদের মধ্যেও শুভ দিনের বিচার ছিল। তাহারা মনে করিত যে শুভাশুভ দিনে জন্ম গ্রহণ করিলে সন্তান সুখী অসুখী হয় এবং তিথি বারের ফলাফলের সঙ্গে সন্তানের অদৃষ্টের যোগ আছে। পূর্ণিমাতে জন্মিলে সন্তান সুখী ও দীর্ঘজীবী হয়। প্রতিপদে সন্তান ত্বরা উন্নত হয় এবং অচীরে মরে। তৃতীয়াতে জন্মিলে রাজ নীতিজ্ঞ, নবমীতে পর্য্যটক এবং কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমীতে জন্মিলে ডাকাইত হয়। রবিবারে সন্তান জন্মিলে ভাগ্যবান হয় এবং সে দিন পূর্ণিমা থাকিলে তাহার অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। শুক্রবারে হইলে বড় দুরদৃষ্ট হয়।

—মান্দ্রাজের অন্তর্গত পাগালিতে একটী ভয়ানক ...য় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী পুল ভা-... মুদায় ট্রেনটি নদী গর্ভে পতিত হয়। কত লোক ... তাহার নির্ণয় হয় নাই।

...জিলিং নামক স্থানে দুই জন ইংরেজ কয়েক ...ব কর্ত্তৃক বিলক্ষণ প্রহারিত হইয়াছেন। দৈব ...জন ফরাসী ও এক জন গ্রীক তাহাদিগকে রক্ষা করেন, নচেৎ ইহাদের প্রাণ বিয়োগ হওয়ার আশ্চর্য্য ছিল না।

—গত শুক্রবারে পেনেটীর আনন্দ চন্দ্র মুখেযোর বাড়ী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে। বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিছু আস্কারা করিতে পারেন নাই।

—১৮৬২ খৃঃ অব্দে চসি নামক স্থানের সমাধি ক্ষেত্রে ভরেণ্টন নাম্নী একটী রমণী সৈনিক সম্মান সহকারে সমাহিত হন। চারিটী স্ত্রীলোক রণ বাদ্য সহ তাহার মৃত দেহ সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যায়। মৃতা রমণী চব্বিশ পঁচিশ জন জল মগ্ন ব্যক্তিকে সন্তরণ দ্বারা রক্ষা করেন। একবার সেতু ভগ্ন হইয়া অনেক লোক জলে পতিত হয়। তখন তিনি তিন বার সন্তরণ পূর্ব্বক বহু লোকের প্রাণ রক্ষা করেন। এই কারণে তাঁহার প্রতি সামরিক সম্মান প্রদর্শিত হয়। এই শেষোক্ত বীরত্বের জন্য তিনি 'ফ্রেঞ্চ হিউমেন সোসাইটী' হইতে একটী মেডেল প্রাপ্ত হন।

—মার্চ্চ মাসে এসিয়াটীক সোসাইটীর যে অধিবেশন হয় তাহাতে এক জন সভ্য একটী কাকের বাসা প্রদর্শন করান। টেলিগ্রাফের ছিন্ন তার দিয়া বাসাটী অপূর্ব্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। সোডা ওয়াটারের বোতল যে তার দিয়া বান্ধা থাকে উহা দ্বারাও কাকের বাসা বান্ধিতে দেখা গিয়াছে।

—লেনেন সাহেব যাহার স্ত্রী বাহির হইয়া মুসলমান হইয়াছেন তিনি সহজে ছাড়িবার লোক নন। ...ঠান তাহার স্ত্রীকে ... তিনি নিকট নালিশ করেন এবং ... তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে লেনেন সাহেবের নিকট কোন প্রশ্ন করিবে কি না। পাঠান ইহাতে অত্যন্ত চটীয় উঠে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলে যে কেন তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আসামী শ্রেণী ভুক্ত করেন? তাহার কোন অপরাধ নাই, সে বিবি লেননকে মুসলমান হইতে বলে নাই তিনি আপন ইচ্ছায় মুসলমান হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সে আরো বলে যে মাজিষ্ট্রেটদিগের শান্তি রক্ষা করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার ন্যায় নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহারা কেবল লোকের উপর অত্যাচার করেন। এই উচিত বাক্য গুলি মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে ভাল লাগে নাই এবং তিনি আপাতত পাঠানকে গারদে পুরিয়া রাখিয়াছেন। মুসলমান হইয়া সাহেবের বিবির সহিত সহবাস করা সাহেবদের নিকট এটী অবশ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ!

—আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা ভয়ংকর উন্নতি করিতেছেন। সংপ্রতি এক জন স্ত্রী লোক উর্দ্ধে পাঁচ ফিট লম্ফ প্রদান করিয়া পঞ্চাশ টাকার বাজি মারিয়াছেন।

—বম্বেত গুরুদিগকে মহারাজা বলে। লোকের বিশ্বাস এই, উহারা বিষ্ণুর অবতার। উৎকৃষ্ট বাটীতে মহারাজারা বাস করেন। শত২ স্ত্রীলোক তাহাদের সেবা করে। তাহারা সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মনোনীত করিতে পারেন। যে স্ত্রী লোক মহারাজের মনোনীতা হয়, সে আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করে। বম্বের ভাটীয়া এবং বণিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মহারাজাদিগের বড় ভক্ত। অন্যের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম লজ্জাকর ও ব্যভিচার, ...রাজদিগের পক্ষে তাহা পবিত্র। দশ বৎসর হইল ...ম্বের এক খানি সংবাদ পত্রে এক মহারাজের চরি... বিষয় লিখিত হয়, মহারাজা সম্পাদকের নামে ম... অভিযোগ করেন। তাহাতে বিস্তর রহস্য ... পায়। তথাপি লোকের চেতন হয় না। মহারাজ... প্রভৃতি পূর্ব্বকার ন্যায় রহিয়াছে। আমাদের দে... মীরাও কম পাত্র নন।

—বোষ্টনে একটী বক্র রাস্তাকে সোজা ... সময়ে একটী ৯৬ ফিট উচ্চ হোটেল সম্মুখে পড়ে। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারগণ এটীকে ভগ্ন না করিয়া বৃহৎ কল স্ক্রু দ্বারা বাটীটীকে তিন দিবসের মধ্যে ১৪ ফুট অন্তরে লইয়া যান। পশ্চাতের এক বাটীতে স্ক্রু বসাইয়া হোটেলটিকে টানিয়া আনা হয়। ইঞ্জিনিয়ারগণ এমত সাবধান হইয়া কাজ করেন যে অট্টালিকাটীর এক স্থানে চিড় ও খায় নাই।

—আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "অল্প কয়েক দিন হইল একটি মুসলমান বালক সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করে। পর দিবস প্রাতঃকালে দেখা গেল তাহা... দেশে স্ফোটকের ন্যায় কি হইয়াছে। তাহার মাতা স্ফোটক বিবেচনায় তাহাতে কুমুরকিয়ার বাটীয়া প্রলেপ দেয়। একটু পরে তাহার সমস্ত... চাকা চাকা হইয়া কি বাহির হইল ও ক্রমে ... আয়তন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে সমস্ত গা... উঠিয়া লোহার ন্যায় শক্ত হইল, টিপিলে আ... না। শেষে বালকটী অচৈতন্য হইল, গোঙ্গাই... গিল, নিশ্বাস ঘন হইল, দেব চক্ষু হইল, হাতি... কদিতে লাগিল, শেষে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হ... বালকটি মরার ন্যায় পড়িয়া থাকিল। এই রূপ... দিন গেল। রোজারা প্রথম ভাবিল যে তাহা... কানন সর্পে দংশন করিয়াছে ও সেই রূপ চিকি... করে। অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে কানন সাপে... ড়াইলে এ সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায় না। উ... চাঁদ কামড়নায়ই কামড়াইয়াছে। চাঁদ মাকড়সা... অন্যান্য মাকড়সার ন্যায়, কিছু ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণ বর্ণ ও ত... ডিম্ব প্রসব করিয়া টাকার ন্যায় একটী থলিয়াতে... রাখে ও সেই হইতে তাহাদের নাম চাঁদ মা... হইয়াছে। চাঁদ মাকড়সা সাব্যস্ত হইলে রো... কোদালিয়া ও কুড়ুলিয়ার পাতা ও শিকড়, ...লার শিকড়, বুড়ি পানের পাতা ও একটু আদা এ... করিয়া বাটিয়া গাত্রে প্রলেপ দেয়। কাছিলার ... সহিত সৈন্ধব লবণের ...

মধ্যে বালকটি আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু মাকড়সায় যে স্থানে দংশন করে সেখানে ভয়ানক ক্ষত হইয়াছে এবং উহা দিয়া দলাদলা পচা মাংস পড়িতেছে। সকলের কর্ত্তব্য চাঁদ মাকড়সা দেখিলে তাহা মারিয়া ফেলেন।

—মহারাণী বিকটরিয়ার তৃতীয় পুত্র প্রিন্স আরথাকের "আরল অব সাসেক্স" ও "ডিউক অব কনাট এবং ষ্ট্রথর্ণ" উপাধি দওয়া হইয়াছে।

—ব্রহ্মদেশের রাজা ইডেন সাহেবকে একটি সম্মান সূচক চাকুরী দিতে চাহিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইডেন সাহেবের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করেন নাই এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এ কর্ম্ম গ্রহণ করাতে ক্ষতি নাই। তবে রাঙ্গুনের অনেক আশা ইডেন সাহেবের উপর নির্ভর ধরে এবং এই জন্য তাঁহাকে ছাড়িতে আমরা প্রস্তুত নহি।

—রুসিয়ানরা তলে তলে কত যে কাণ্ড করিতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই। সম্প্রতি দুই জন রুসিয়ান তুর্কি স্থানের গবর্ণরের সহিত হিরাট গমন করিয়াছেন। যাকুব খাঁ আপাতত হিরাটে আছেন। শুনা যায় এক জন রুসিয়ান রাজ দূত তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাকে মূল্যবান খিলাৎ প্রদান করিয়া বিদায় করিয়াছেন। আবার মধ্য আসিয়ায় রুসিয়ানরা ক্রমশ নিজ অধিকার বাড়াইতেছে। বোখারার আমীরের সহিত তাহারা একটি নূতন সন্ধি ন করিয়া কার্কি, চারজোরি এবং কোলাব নামক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করি। কাবুলের আমীর এই সংবাদে অত্যন্ত ভীত ছেন।

চীনেরা এত দিন পরে প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ করি। এ যাবৎ তাহাদের বন্দুক, কামান, ইত্যাদি কারিকরেরা প্রস্তুত করিত। সংপ্রতি চীন কারিকরেরা উহা প্রস্তুত করিতেছে। এক কালে প্রবাদ ছিল যে চীনেদের ন্যায় কারিকর পৃথিবীর মধ্যে নাই।

—নাগপুরে একটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক তাহার উপপতির সহিত যোগ করিয়া তাহার স্বামীকে খুন করে এবং তাহার মৃত দেহটি ঘরের ভিতর পুতিয়া রাখে। পর দিন তাহারা মৃত দেহটি উঠাইয়া স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করে, ইতি মধ্যে তাহার দুটী শিশু সন্তান উহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। ত্যাকারীরা সন্তান দুটীর হস্ত পদ ও মুখ বন্ধ করিয়া গৃহে আগুণ দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্বেও হত্যাকাণ্ডটী বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

—জনরব যে নিম্ন লিখিত পরিবর্ত্তন গুলি হওয়ার সম্ভাবনা। সার রিচার্ড টেম্পল বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইবেন, অনারেবল আসলী ইডেন বাঙ্গলার লেঃ গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিবেন, কর ঞ্জর হস্তে ব্রিটিশ ব্রহ্মের ভার ন্যাস্ত হই সাহেব আসাম গমন করিবেন।

—মান্দ্রা বালক প্রেতাত্মার সাহায্যে তেছে। ইহার সম্মুখে মত্তার পরিচয় দেয় এবং টেবলের উপর হইতে স্থিত হয় অথচ তাহার র সম্মুখে এই কাণ্ড

দ্ধ আইন অনুসারে াহার সংখ্যা ৬৪৫৫ বেশ্যা রেজিষ্টারী বলিয়া এক শত র ছয় জন শাস্তি াত্র কর্ম্মচারীর

ত ময়মানসিং

দ্বতীয় জজের পদে বারিষ্টার মারস্‌ডান সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

—লেথব্রিজ সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয় ভার কাহার হস্তে ন্যস্ত হয় তাহা এখন ও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

—আলিপুর মুন্সেফ কোর্টের এক জন প্রধান উকীল আপাতত একটি গুরুতর মকর্দ্দমায় আসামী আছেন। ইহার নামে এই রূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে ইনি একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া বিবাহিতা যুবতীকে ফুসলাইয়া ঘরের বাহির করিয়া তাহার সহিত পরদার করিয়াছেন। মৌলবী আবদুল লতিবের নিকট এই মকর্দ্দমা হইতেছে।

—ডেলিনিউস বলেন সে দিবস এক জন ফিরিঙ্গি একটি শুঁড়ীর দোকানে মদ খাইয়া চলিয়া যাইতে ছিল। মদ বিক্রেতা মদের দাম চাওয়ায় ফিরিঙ্গি এক খানি যষ্টি দ্বারা তাহাকে এরূপ আঘাত করে যে তাহার মস্তক ফাটীয়া রক্ত পড়িতে থাকে। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। আজ কাল ফিরিঙ্গি দিগের বড় বৃদ্ধি।

—সিন্দিয়ান পত্রিকা বলেন যে ট্রেণ্টন নামক পল্লী গ্রামের এক জন স্ত্রী লোক কিছু দিন হইল বিলক্ষণ বীরত্ব দেখায়। সে কোন দোকানে জিনিস কিনিতে যায়। দোকানদারের সহিত কোন কথা লইয়া তাহার বচসা হয়। ক্রমে দোকানদার তাহাকে মারিতে আসে। দোকানদার যুবক পুরুষ এবং সে এক জন কুস্তিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী লোকটি তাহাকে ধরিয়া এমন আছাড় মারে যে পুরুষটি ভূতলে পড়িয়া আর উঠিতে পারে না। পুরুষটির কর্ত্তব্য গলায় দড়ি দিয়া মরা।

—রুসিয়া রাজ বংশের এক জন প্রধান ব্যক্তি তাহার মাতার অলঙ্কার চুরি করার অপরাধে ধৃত হইয়াছেন।

—শ্রীহট্ট আসামের চিফ কমিসনারের অন্তর্গত হইবে কি না এ বিষয় সত্বর সাব্যস্ত হইবে। গবর্ণর জেনারেলের মত উহা আসামের অন্তর্গত হওয়াই কর্ত্তব্য।

—রুসিয়া রাজ কন্যার সহিত ইংলণ্ডের মধ্যম কুমারের বিবাহ হওয়ায় তুরস্কের সুলতান মহারাণী বিকটরিয়াকে এক খানি আনন্দ সূচক পত্র লিখিয়াছেন। এদিকে রুসিয়ার সহিত প্রণয় করায় তুরস্কের সুলতান মনে মনে ইংলণ্ডের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।

—শব দাহন করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের কতক গুলি ভদ্র লোক জুটীয়া একটী কম্পানি করিয়াছেন। ইহাদের মূল ধন পাঁচ লক্ষ টাকা।

—বোম্বাই বাসীরা সকল বিষয়ে অগ্রসর। ইহারা পঁচিশ লক্ষ টাকা মূল ধন করিয়া একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রতি অংশ আড়াই শত টাকায় বিক্রয় হইবে।

—মহারাণী বিকটরিয়ার তৃতীয় পুত্র প্রিন্স আর থার আয়ারলাণ্ডে স্থায়ীরূপে বাস করিবেন। সম্ভবতঃ ইহাকে আয়ারলাণ্ডের গবর্ণরী পদ দেওয়া হইবে।

—মধ্য আসিয়ায় রুসিয়ানরা একটি বৃহৎ পুল নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপর দিয়া রেলের গাড়ী চালাইতেছে। এক্ষণ কোকন্দ, বোখরা ও আফগান তুর্কিস্থানে তাহারা অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিবে। রুসিয়ানরা পাকা বন্দ বস্ত না করিয়া কোন কাজ করে না।

—লর্ড স্যাফটসবারী একটি বক্তৃতা করিতে বলেন যে তিনি বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন যে আট বৎসর হইতে আঠারো বৎসরের মধ্যেই লোকে সচরাচর কুকর্ম্মে রত হয় এবং যাহারা পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত সৎভাবে কাটাইতে পারে তাহাদের জীবন প্রায়ই নিষ্কলঙ্কে অতিবাহিত হইয়া যায়।

—এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ "বিগত বারই শুক্রবার (পাটনা) বাকীপুর হইতে গয়াতে যে ডাক যাইতেছিল তাহা পথিমধ্যে মসৌড়ী নামক স্থানের অনতিদূরে ওয়ে হয় তাহা হইলে আর সর্ব্বদা এরূপ ঘটে না। বাকীপুর হইতে গয়া ৬০ মাইল, ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই, গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই ইহা অনায়াসে করিতে পারেন। যদি উহা করিতে আপাততঃ অধিক ব্যয় বটে, কিন্তু যেরূপ যাত্রী ও মালের গতায়াত হয়, তাহাতে অতি স্বল্প দিনের মধ্যে উহার খরচ উঠিতে পারে।"

—বরদার গুইকার এই রূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে কেহ তাঁহার নব বিবাহিতা ভার্য্যা লক্ষ্মী বাইকে ছোট রাণী বলিয়া না ডাকিবে তাহাকে তিনি পোনর টাকা জরিমানা করিবেন।

—আজ কাল শুদ্ধ সাহেবেরা নয়, মেমরাও এদেশীয় দিগকে মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে এক জন পার্সিকে স্মিথ সাহেব নামক এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী একত্র হইয়া প্রহার করেন। পার্সি নালিশ করায় সাহেবের দশ টাকা ও মেমের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছে। উতকামুণ্ডে পেন সাহেব ও তাহার স্ত্রী এক জন আয়াকে মারেন। আয়া অভিযোগ করায় সাহেবের এক টাকা জরিমানা হয়, কিন্তু মেম সাহেবকে কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই।

—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে নূতন ঋণ করিয়াছেন তাহার দশ লক্ষ টাকা পাটিয়ালার মহারাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পাটিয়ালার রাজার সর্ব্ব শুদ্ধ ছয় কোটি টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ আছে।

—ইংলিশম্যান বলেন যে, জোসেফ ষ্টিবেন্‌স নামক এক ব্যক্তি কলিকাতায় আছে। ইহার প্রকৃত নাম মধু সুদন বসু। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এ ব্যক্তি পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া লণ্ডন গমন করে। সেখানে এক জন ভদ্র লোকের খানসামা হইয়া সমস্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ করে। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া সে আমেরিকায় গমন করে এবং তথাকার সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে আগমন করে। আপাতত এক খানি জাহাজের ভাড়ারী হইয়া এ ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়াছে।

—খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগী ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কারী বিবি লেননের নামে তাহার স্বামী যে দ্বিতীয় বিবাহ করিবার অভিযোগ আনেন তাহা প্রমাণ অভাবে ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে। যে কাজি বিবিকে তাহার নূতন স্বামীর সহিত বিবাহ দেয় সে ফেরার হইয়াছে। লেনন সাহেব তাহার স্ত্রীর নূতন স্বামীর বিরুদ্ধে এই রূপ নালিশ করেন যে সে তাহার স্ত্রীর সহিত পরদার করিয়াছে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এ মকর্দ্দমা গ্রহণ করেন নাই। বিবি লেননের পুত্র দ্বয় আপাতত বৈকলা স্কুলে রক্ষিত হইয়াছে।

—বেনারস হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—"কোন ভদ্র লোকের ভবনে তিন তালা পর্য্যন্ত একটি জল প্রণালীর ভিতরে একটি নব প্রসূত বালককে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল। পরমায়ু পরম ঔষধ। বালকটি উপরের নল হইতে নিম্ন তলে জীবিতাবস্থায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছিল। ইত্যবসরে জনেক কনষ্টীবল ছেলে কান্না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নল খোলাইয়া বালকটি বাহির করত থানায় লইয়া যায়। বালকটি ধাত্রী দ্বারা রক্ষিত ও পালিত হইতেছে।"

—আলাহাবাদের স্পেসিয়াল সব রেজিষ্টার ব্লানচেট সাহেব দশ হাজার হইতে পনর হাজার টাকার ষ্টাম্প চুরি করায় তাহার বিচার হইতেছে। তিনি আপনার দোষ সমুদায় স্বীকার করিয়াছেন। ইনি এখনো কোন শাস্তি প্রাপ্ত হন নাই।

—হাবড়া হেরাল্‌ড নামক পত্রিকা খানি উঠিয়া গিয়াছে।

—ফিলাডেলফিয়াতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। উহা চিরপসের পিরামিড অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ হইবে।

নামক স্থানে গমন করি। সেখানে সাহেবদের স্নান করিবার নিমিত্ত একটি ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা ছিল। বারিশপুরের মাজিষ্ট্রেট প্রত্যহ সাতটার সময় উহাতে স্নান করিতেন। আমরা সকলে নয়টার সময় স্নান করিতাম। এক দিন প্রত্যুষে আমার স্নান করিবার ইচ্ছা হয়। দুই জন বেহারা সঙ্গে করিয়া আমি স্নান করিতে চলিলাম। স্নান গৃহটি কিঞ্চিৎ অন্ধকার এবং সে দিন চৌবাচ্চার জলটি আরো কাল বোধ হইতে ছিল। আমার জলে নামিতে ভয় করিতে লাগিল। কাপড় খুলিয়া কয়েক বার জলে লম্ফ প্রদান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার কোন ক্রমে সাহস হইল না। আবার মনে২ ঘৃণা হইতে লাগিল যে আমি এত ভীরু। কিন্তু মনকে এত ধিক্কার দিতে লাগিলাম তবু আমার পা সরে না। অবশেষে সম্মুখে একটি মুগুর দেখিয়া উহা জোরের সহিত জলে নিঃক্ষেপ করিলাম। যে নিঃক্ষেপ করিয়াছি আর জলের ভিতর একটি ভয়ংকর শব্দ হইয়া উঠিল এবং দেখি যে বৃহৎ একটি কুমীর জল উলট পালট করিতে লাগিল।" সাহেব বলেন যে ইহা দেখিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাহার বেহারারা তাহাকে একটি ঝোড়ায় করিয়া গৃহে লইয়া আসে এবং তিনি দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকেন। এ দিকে বেহারারা সংবাদ দেওয়ায় কুমীরটি কয়েক জন সাহেব মারিয়া ফেলেন। পত্র প্রেরক বলেন যে তিনি এই অবধি এত ভীত হইয়াছেন যে একটি টিকটিকি দেখিলেও আউমাউ করিয়া উঠেন। ইনি খুব বীর পুরুষ সন্দেহ নাই! অপর পত্র প্রেরক বলেন যে কুমীর এখানে কি করিয়া আইল তাহা প্রায় ছয় মাস পরে প্রকাশ পায়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এখানকার এক জন প্রধান জমিদারের ছেলেকে ফাটকে দেন। জমিদার এই নিমিত্ত পাটানাক নামক এক প্রকার জাতির সহিত সদ্ভাব করে। পাটানাকদের কুমীরের সঙ্গে কতক পরিচয় আছে। জমিদার ইহাদিগের দ্বারা একটি কুমীরকে ফুসলাইয়া এই চৌবাচ্চায় আনিয়া উপস্থিত করেন! কুমীরকে এই অভিপ্রায় রাখা হয় যে মাজিষ্ট্রেট সকলের আগে স্নান করেন এবং তিনি যখন স্নান করিতে আসেন তখন সে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। সৌভাগ্যক্রমে মাজিষ্ট্রেটর পূর্ব্বে পত্র প্রেরক সে দিন স্নান করিতে যান এবং তিনি মুগুরটি জলে ফেলিয়া দেওয়াতে কুমীর বাহির হইয়া পড়ে। পত্র প্রেরক শুদ্ধ বীর পুরুষ নহেন, বুদ্ধিমানও বটে।

—আর এক জন ইংরেজ আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার নাম কাপ্তেন জোন্স এবং ইনি ডিয়াগাজীখানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে বাবু রমা প্রসাদ রায়ের পুত্র দ্বয় বাবু হরি মোহন রায় ও বাবু পিয়ারী মোহন রায় প্রতি দিন প্রায় ৫০ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে আহার প্রদান করিতেছেন।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীব, নাটোর—এখানে কাঁচি চাউল বার তের … করিয়া বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং লোকের কি [ভ]য়ানক কষ্ট হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। [এ]ই বিষয় যাহারা কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ কিম্বা পাট ও তুলা কাটিতে অস্বীকৃত এখানকার ডেপুটি বাবু, তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন না। এত দিন পর্য্যন্ত কৃষকেরা এক মাত্র যব, গোম, চিনে প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে ছিল, এক্ষণ তাহারা চুর শাক, কলার এঁটে, যোগা ডুম্বর, কলমীর শাক প্রভৃতি অখাদ্য খাইয়া জীবন কাটাইতেছে। এখানকার কৃষক মাত্রেই এই রূপ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করিতেছে এবং এ সময় ডেপুটি বাবুর মুখ চিনে২ [চা]উল দান করা উচিত হয় না। আজ সাত আট দিন এখানে একটি অন্ন ছত্র খোলা হইয়াছে তাহাতেও … দূর হইতেছে না …

এক জন পরিদর্শক, দিনাজপুর—এ অঞ্চলে ভীষণাকারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তেওতার জমিদার বাবু শ্যামা শঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের দান শীলতায় এ জেলার চতুর্থাংশ স্থান রক্ষা পাইয়াছে। জয়গঞ্জ ও সুন্দরপুরে দুটি অন্ন ছত্র খুলিয়া প্রত্যহ তিনি অসংখ্য লোককে অন্ন দান করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন নিজ বাটি তেওতাতেও একটি চির প্রচলিত অতিথিশালা প্রচলিত র'হয়াছে।

শ্রীসাহেব মণ্ডল প্রভৃতি ৭০ জন স্বাক্ষরিত প্রজা—আমরা ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতার জমিদার বাবু শ্যাম শঙ্কর ও বাবু পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী মহাশয়দিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। আমরা তাঁহাদের দিনাজপুরের প্রজাবর্গ, এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে ও বদান্যতায় আমরা বিনা যন্ত্রণায় এই দুর্ভিক্ষ কাটাইলাম। ঈশ্বর এই মহাত্মাদিগকে চিরজীবী করিয়া রাখুন।

শ্রীরাস বিহারি সিং—"অত্র বীর গঞ্জের অন্তর্গত জয়গঞ্জ ও সুন্দরপুরে প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু শ্যাম শঙ্কর চৌধুরী মহাশয় দুটি অন্ন ছত্র খুলিয়া এবং নিজ বীরগঞ্জের মুনসেফ একটি ধর্ম্মশালা খুলিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।" পত্র খানির অবশিষ্ট অংশ ভাল করিয়া বুঝা গেল না।

শ্রীনীল মাধব বাগচি, ফরিদপুর—তেওতা নিবাসী জমিদার বাবু শ্যাম শংকর চৌধুরী মহাশয় যাইটঘর বন্দরের কোন প্রকাশ্য স্থানে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া উহা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে দান করিতেছেন। ইহাতে লোকের কত উপকার হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। এই মহাত্মা কিছু দিন হইল ঢাকার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় পাঁচ শত টাকা দান করেন। কিছু দিন হইল মাতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষেও ইনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

শ্রী, উলিপুর—আজ কাল এ অঞ্চলে সুন্দর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ বাহারবন্দ পরগণার ভার শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং তাহার দান শীলতায় একটি লোকও মারা পড়ে নাই।

শ্রীবেহারি লাল ঘোষাল, সাত গাছিয়া—গত পোনরই বৈশাখের পত্রিকায় মেমারির রাস্তায় অনিয়মে ট্যাকস আদায়ের বিরুদ্ধে যে পত্র খানি প্রকাশিত হয় তদৃষ্টে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক হার ট্যাকস লইবার আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনার পত্রিকা খানি চিরজীবী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে থাকুক।

সাত গাছিয়া লোকাল কমিটির সভ্যগণ—প্রায় দুই মাস হইল গাঙ্গুর থানার এক জন পুলিশ কর্ম্মচারী সাহায্য প্রদত্ত হইবে বলিয়া এখানকার কতক গুলি নিরুপায় নিস্ব প্রজার নাম লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হইল না। এদিকে লোকের সমূহ কষ্ট হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সত্বর কৃপা দৃষ্টি না করিলে আর উপায় নাই। আমাদের বোধ হয় পুলিশ কর্ম্মচারীদের অনবধানতায় এরূপ হইয়াছে নচেৎ দুর্ভিক্ষ পীড়িত কোন কোন স্থানে সাহায্য প্রদত্ত হইবে, অন্যত্র হইবে না ইহা কখন সম্ভবে না।

বিজ্ঞাপন।

READY FOR SALE.
HELPS TO
ENGLISH COMPOSITION.
Second edition (considerably improved)
Price 12 As, Postage 2 As.

The first edition having been exhausted within the course of a few months and the demand of the book being very great, purchasers to prevent disappointment are solicited to send orders

জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটির নিকট হইতে দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকরুনা কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রঘুনাথ পুরস্থ দুর্ভিক্ষ কমিটির সভাপতি।

রুদ্রাক্ষ তৈল।
শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা অন্য কোন কারণে উক্ত পীড়া উৎপন্ন হয়। এই ঔষধ সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবেক। ঐ ঔষধ কলিকাতা পটলডাঙ্গার রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে ১৬ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মুল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আট আনা মাত্র। (১)

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড। মূল ধন ২০০০০ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ৩০০ অংশ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে যাহার ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় বি, এল
৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ডিরেক্টর

বাঙ্গল দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ম
স্থিত হাইকোর্ট অব জুডীকেচারের সা…
আদিম সিবিল এলাকাধীন ১৮৭৩ সালে…
নম্বরের মকর্দ্দমার ডিক্রী অনুসারে (যে…
র্দ্দমায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বাদী …
বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ …
অধীন আজিমগঞ্জ বাসী বুদ্ধ সিং এবং …
চাঁদ যাহারা কলিকাতা শহরের বড় বা…
ক্রাস ষ্ট্রিটে মুল চাঁদ হরেক চাঁদ নাম…
করিয়া একত্রে ব্যবসা করে এবং যাহারা …
রাজগঞ্জে নীল চাঁদ হরেক চাঁদ নাম ধারণ
করিয়া ব্যবসা করে, ও মৃত রাধা গোবিন্দ
সাহার সম্পত্তির অন্যান্য পাওয়ানাদার গণ…
এবং যে মকর্দ্দমায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ প্র…
তিবাদী অর্থাৎ মৃত রাধাগোবিন্দ সাহার নাবা…
লগ সন্তানগণ শ্রীনিবাস সাহা এবং হরিধন
সাহা ও উক্ত মৃত রাধাগোবিন্দ সাহার বিধবা
স্ত্রী এবং উক্ত নাবালগ সন্তানগণের রক্ষি…
শ্রীমতী কুঞ্জ দাসী যাহারা সকলে কলিকাতা
সহরের অন্তর্গত হাট গোলার শোভাবাজার
ষ্ট্রিটে বাস করে) এবং যে ডিক্রী এক হাজার
আট শত চোহাত্তর খৃঃ অব্দে ৯ই জানুয়ারি
তারিখে দেওয়া হয় সেই ডিক্রী অনুসারে এই
বিজ্ঞাপন দিওয়া যাই… মৃত রাধাগো-
বিন্দ সাহার সমুদায় … এক হাজার
আট শত চোহাত্তর … আগষ্টের
পূর্ব্বে কোর্ট হাউ… অন্য
জজ অনারেবল …
সাহেবের সমীপে …
স্বত্ব পাওনা ও দাবি …
উক্ত তারিখের মধ্যে …
তাহা হইলে তাহার …
ফলভোগ হইতে …

এক হাজার …
আগষ্ট মাসের …
সময় হাইকোর্টে …
চার হইবে।

অর এবং হ্যারিস …
বাদীর আটর্ণি …
কলিকাতা হা…
বিভাগ। ২রা …